সেবার নাম – Knowledge Repository/Online Knowledge Portal

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: পানি **সম্পদ মন্ত্রণালয়**

১। অফিস প্রোফাইল

ক) একনজরে অফিস

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
	ইংরেজি	Ministry of Water Resources
	সংক্ষিপ্ত	MoWR
অফিস প্রধানের পদবি	সচিব	
অফিসের সংখ্যা	১টি (প্রধান কার্যালয়)	
জনবল	১২৫ জন	
অফিসের ঠিকানা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০	
যোগাযোগ (ই-মেইল, ফোন, ফ্যাক্স)	ই-মেইল: secretary@mowr.gov.bd	
ওয়েবসাইট	https://www.mowr.gov.bd	
যাতায়াতের বর্ণনা (গুগল ম্যাপসহ)	রমনা থানার অন্তর্গত প্রেসক্লাবের পার্শ্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৬ নং ভবনের ৫ম তলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ম্যাপে লিঙ্কঃ https://goo.gl/maps/cBEifgy8wucTXKrx8?coh=178573&entry=tt 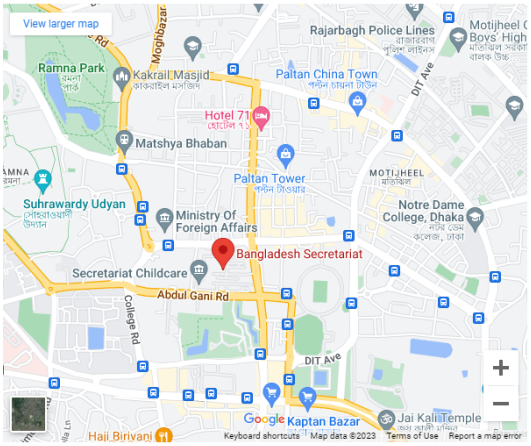		

খ) ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision): জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা।

অভিলক্ষ্য (Mission): ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানি চাহিদা পুরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

গ) কার্যাবলি (Functions)

- ১. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনরোধ এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ২. বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা নির্মাণ, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- ৩. নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;
- ৫. খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- ৬. ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক কার্যাবলি;
- ৭. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলি; এবং
- ৮. নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গনরোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং।

ঘ) সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ৩ (তিন) বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৮৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ৯৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করেছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় ২৪৭.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১০৯.৪৬৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ২৩৬৮.৫৭ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্রাকচার ২৬৩টি নির্মাণ ও ২৩৩টি মেরামত, ২৬৫.০০ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন, ১০১৯.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন এবং ১১৪৭.৫৪৭ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় আরো প্রায় ৩০৭০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে ফলে ০.২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ০.১৮ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত করা হয়েছে।

ঙ) সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

নদী মাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। শুষ্ক মৌসুমে নদী অববাহিকাসমূহের উজানে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের নদীতে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং বন্যা দেখা দেয়। অন্যান্য সেক্টরে সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকলেও পানি সম্পদ সেক্টরে নভেম্বর-এপ্রিল অর্থাৎ অর্থ-বছরের মাত্র ৬ (ছয়) মাস কাজ সম্পাদনের জন্য। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বা স্থানীয় অনাকাঙ্খিত সামাজিক সমস্যা উত্তরণ করে গুনগতমান সম্পন্ন টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়ন এ সেক্টরের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

চ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, ভরাট হয়ে যাওয়া নদ-নদী, খরা প্রবণতা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলাকরণে দেশের পানি সম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর বিনিয়োগ কর্মপরিকল্পনাভুক্ত ২৩টি কার্যক্রম চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ণ/আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে ২০২৫ সাল

নাগাদ ডিএনডি এলাকা, চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকা ও নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী ও সাঙ্গু-মাতামুহুরী- ৫টি নদী সিস্টেমের বেসিনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদনের কাজ ২০২৫ সাল নাগাদ সমাপ্ত হবে। বড় নদীসমূহ চ্যানেলাইজেশন এবং সমূদ্র উপকূলে ভূমি পুনরুদ্ধারে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ করা হচ্ছে।

ছ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২২.০০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ১২৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ, ১৪০.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ৩০টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ১৫টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত এবং ১৪০.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ।
- ২০০ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন এবং ১৯০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ।
- ২৫ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/ উচুঁকরণ, ৭৮০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ
- বাস্তবায়ধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ৪টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, ০২টি ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচলনা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ১০০ শতাংশ প্রকল্পের ওয়ারপো কর্তৃক ক্লিয়ারেন্স প্রদান;

২। সেবা প্রোফাইল

ক) সেবার নাম: Knowledge Repository/ Online Knowledge Portal

খ) সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতাঃ

দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী তীর ভাঙন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ডগুলি আরো সহজে এবং দক্ষতার সাথে পর্যবেক্ষণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি সংগ্রহ করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে পানি সম্পদ বিষয়ক যেকোন তথ্য পাওয়া যাবে। এই তথ্য ভান্ডারটিকে মূলত নলেজ রিপোজিটরি নাম দেয়া হয়েছে। এতে রয়েছে আইন, নীতি, নিয়ম, নির্দেশিকা, গবেষণা ও প্রকাশনা, রিপোর্ট, পরিকল্পনাসমূহ, চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক, মডেল, কর্মশালা এবং সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য। এই নলেজ রিপোজিটরিতে যারা ব্যবহারকারী হবেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে থাকবেন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিকল্পনাবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, গবেষক, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রমুখ।

গ) সেবা প্রাপ্তির মৌলিক তথ্যাদিঃ

ক্র:নং	বিষয়	তথ্যাদি
১.	সেবা প্রদানকারী অফিস	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২.	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আইন, নীতি, নিয়ম, নির্দেশিকা, গবেষণা ও প্রকাশনা, রিপোর্ট, পরিকল্পনাসমূহ, চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক, মডেল, কর্মশালা এবং সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি।
৩.	বার্ষিক সেবা গ্রহণ কারীর সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়।
৪.	সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলী	প্রাপ্যতা অনুযায়ী চাহিদা প্রেরণ।
৫.		
৬.	সেবা প্রাপ্তির সময়	১ দিন (গড়)
৭.	সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রাপ্যতা অনুযায়ী চাহিদাপত্র
৮.	সেবা প্রাপ্তির খরচ	চাহিদা মোতাবেক
৯.		
১০.	সেবা প্রাপ্তি/ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা/ সমস্যা/ চ্যালেঞ্জসমূহ	• আইন, নীতি, নিয়ম, নির্দেশিকা, গবেষণা ও প্রকাশনা, রিপোর্ট, পরিকল্পনাসমূহ, চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক, মডেল, কর্মশালা এবং সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক তথ্য না থাকা; • মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর সেবা প্রাপ্তি নির্ভর করে, ফলে সেবা পেতে অহেতুক বিলম্ব হয়; • অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়।

ঘ) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবার ধাপ	কার্যক্রম	ব্যয়	প্রতি ধাপের সময়	সংশ্লিষ্ট জনবল
১ম	কাঙ্খিত ডকুমেন্ট কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ			
২য়	সংশ্লিষ্ট অফিসের হেল্প ডেস্কে গমন	৪০ টাকা (আনুমানিক)	৩ ঘন্টা	১ জন
৩য়	হেল্প ডেস্ক থেকে তথ্য প্রাপ্তি কোন শাখা/লাইব্রেরীতে কাঙ্খিত ডকুমেন্টটি পাওয়া যাবে তা জানা		১ ঘন্টা	১ জন
৪র্থ	সংশ্লিষ্ট শাখা/লাইব্রেরীতে ডকুমেন্ট পাওয়ার নিয়োম/পদ্ধতি জানা		০.৫ ঘন্টা	১ জন
৫ম	নিয়োম/পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট শাখা/লাইব্রেরীতে ডকুমেন্টের জন্য আবেদন		০.৫ ঘন্টা	১ জন
৬ষ্ঠ	সংশ্লিষ্ট শাখা/লাইব্রেরীতে আবেদন মঞ্জুর		১ ঘন্টা	২ জন
৭ম	মূল্য পরিশোধের বিষয় থাকলে তা পরিশোধ করা (ফটোকপি/মূল্য/অতিরিক্ত চার্জ)	২০ টাকা (ফটোকপি) (আনুমানিক চার্জ)	১ ঘন্টা	১ জন
৮ম	সংশ্লিষ্ট শাখা/লাইব্রেরী থেকে কাঙ্খিত ডকুমেন্ট সংগ্রহ		১ ঘন্টা	১ জন
৯ম	বাসায় গমন	৪০ টাকা (আনুমানিক)	৩ ঘন্টা	

মোট ধাপঃ ৯ টি

মোট সময়ঃ ১১ ঘন্টা

মোট ব্যয়ঃ ১০০ টাকা (যাতায়াত ও ফটোকপি)

সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৮ জন

ঙ) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

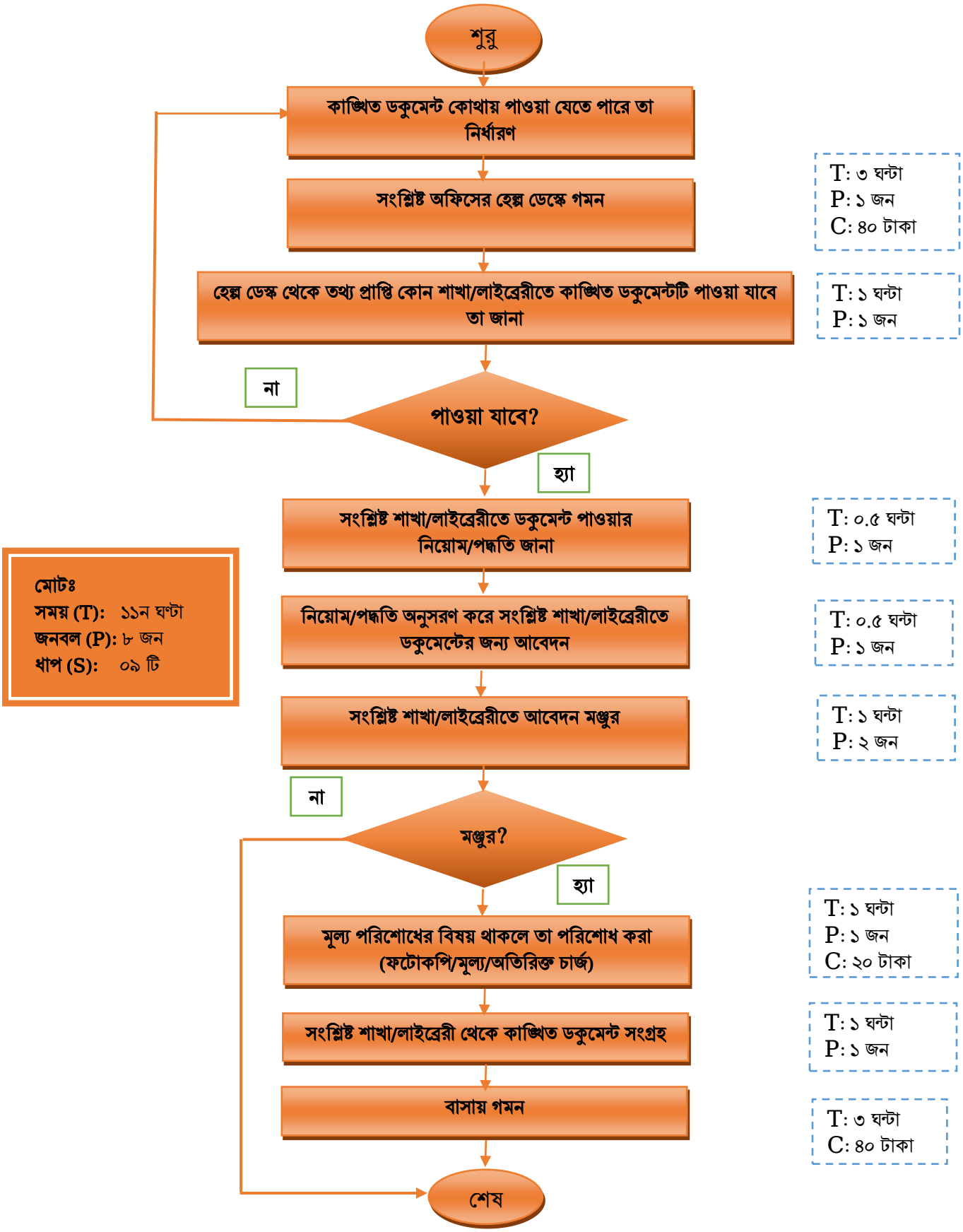

চ) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনাঃ

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধানের প্রস্তাবনা
১। অনুসন্ধান	বিভিন্ন অফিসে গিয়ে খুঁজে বের করা।	অনলাইন পোর্টালে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রাখা।
২। সেবার ধাপ	৯ টি	৩ টি
৩। নির্ভরশীলতা	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভশীল	অনলাইনে এ ধরণের জটিলতা নেই
৪। সময়	অনলাইনে না থাকায় সংগ্রহ করতে দীর্ঘ সময় লাগে	অনলাইনে থাকে বিধায় সময় কম লাগে
৫। রেকর্ড / তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ	রেকর্ড / তথ্য উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ থাকে না	রেকর্ড / তথ্য উপাত্ত ডেটাবেজ সার্ভারে সংরক্ষণ থাকবে
৬। অন্যান্য	-	-

ছ) প্রস্তাবনা পদ্ধতিঃ

ধাপ	কার্যক্রম	সময়	সংশ্লিষ্ট জনবল (জন)
১ম	কম্পিউটার/ল্যাপটপ/স্মার্ট ফোনে Knowledge Repository ওয়েব পোর্টালে গমন	৫ মিনিট	১ জন
২য়	সার্চ অপসানে গিয়ে কাঙ্খিত ডকুমেন্ট অনুসন্ধান (প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক/ক্যাটেগরি ভিত্তিক/অন্যান্য ভিত্তিক)	২ মিনিট	
৩য়	অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধের বিষয় থাকলে তা অনলাইন গেটওয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা (ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা) এবং কাঙ্খিত ডকুমেন্টটি ডাউনলোড করা	৩ মিনিট	

মোট ধাপঃ ৪ টি

মোট সময়ঃ ১০ মিনিট

সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ০১ জন

জ) প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map):

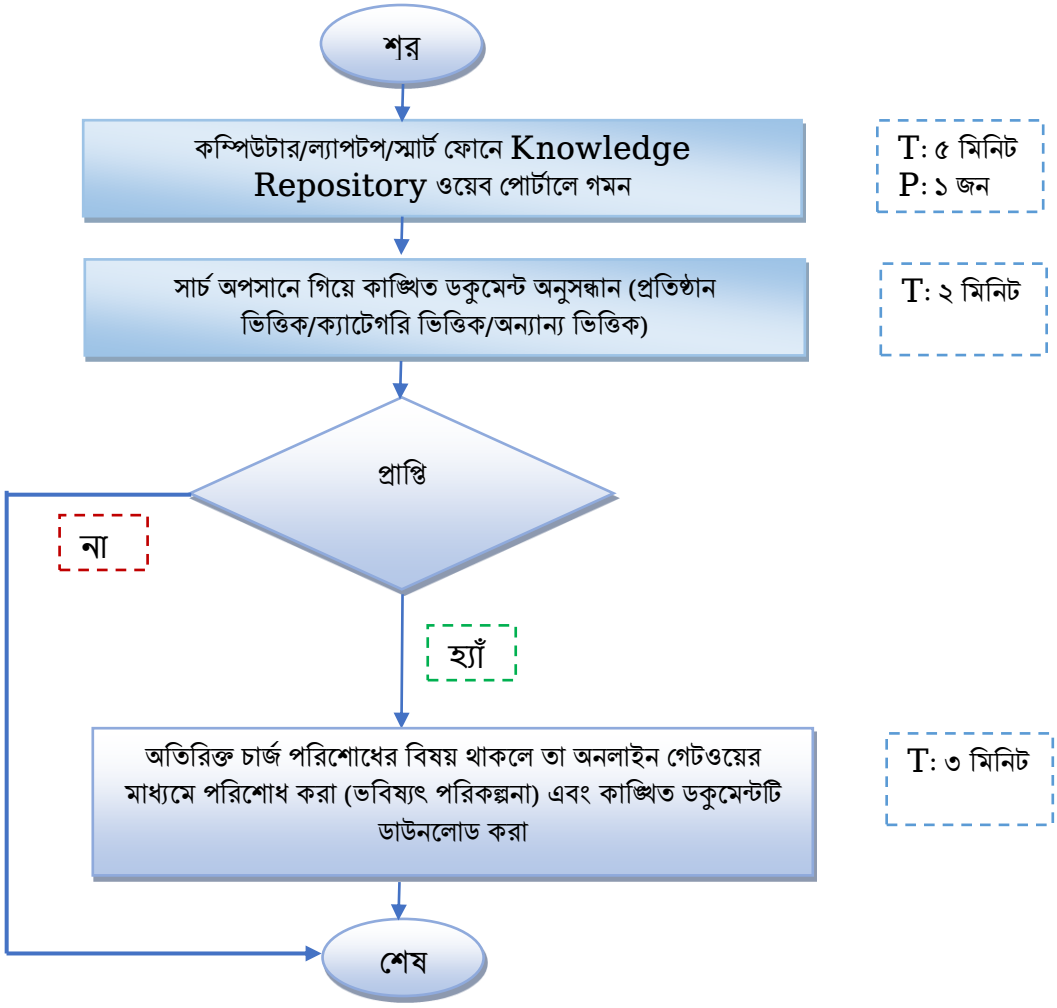

মোটঃ
সময় (T): ১০ মিনিট
জনবল (P): ১ জন
ধাপ (S): ৩ টি

৩। **সেবার নাম:** Knowledge Repository - **এর TCV(Time, Cost & Visit) বিশ্লেষণঃ**

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১১ ঘন্টা	১০ মিনিট
খরচ	১০০ টাকা	নেই
ধাপ	৯ টি	৩ টি
জনবল	১১ জন	১ জন

TCV (Time, Cost & Visit) বিশ্লেষণ লেখচিত্রঃ

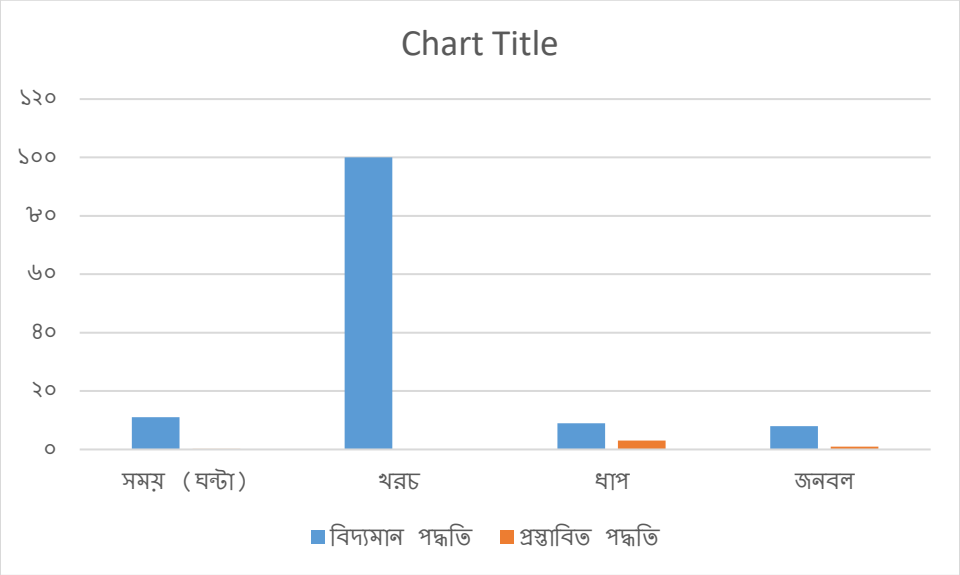

মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার
সিস্টেম এনালিস্ট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়